উপাচার্যের সাক্ষাৎ না পেয়ে প্রধান ফটক আটকালো ইবি শিক্ষার্থীরা

ইবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ২০:১৩, ৩ জুন ২০২৪

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক আটকে দিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি ছিল গ্রীষ্মকালীন ও ঈদুল আজহার ছুটিতে আবাসিক হল খোলা রাখতে হবে।

সোমবার (৩ জুন) দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে তারা উপাচার্যের কার্যালয়ে যান তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু সেখানে প্রায় দুপুর ২টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করেও উপাচার্যের সাক্ষাৎ পায়নি শিক্ষার্থীরা। পরে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রধান ফটক অবরোধ করেন তারা। এতে দুপুরে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহগামী পরিবহন বের হতে পারেনি ক্যাম্পাস থেকে। ফলে ভোগান্তিতে পড়েন কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ শহরগামী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। পরে দুপুর আড়াইটার দিকে প্রক্টরিয়াল বডির আশ্বাসে প্রধান ফটক খুলে দেয় আন্দোলনকারীরা।

এরপর বিকেল ৩টার দিকে উপাচার্যের বাংলোতে তার সঙ্গে দেখা করেন তারা। সেখানে ঈদের ছুটিতে হল খোলা রাখার জন্য উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেন শিক্ষার্থীরা।

স্মারকলিপিতে ছুটিতে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির বিষয় বিবেচনা করে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ন্যায় হল খোলা রাখার দাবি জানানো হয়েছে। এর আগে একই দাবিতে সকাল ১১টায় উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে ইবি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মঞ্চ (ঐক্যমঞ্চ)।

রেজিস্ট্রার দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গ্রীষ্মকালীন ও পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে আগামী ৬ জুন থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত মোট ২৩ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে আবাসিক হলগুলো ১০ জুন থেকে ২০ জুন পর্যন্ত মোট ১৪ দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় বছরের প্রায় অর্ধেক সময়ই বন্ধ থাকে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সাথে কম-বেশি করে হলগুলাও দীর্ঘদিন বন্ধ রাখা হয়। এক্ষেত্রে দূরের শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েন। আবার নির্দিষ্ট ধর্মীয় কোন ছুটিতে হল বন্ধ থাকলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদেরও ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হয়। আবার লেখাপড়ার শেষ স্তরে থাকা চাকুরী প্রত্যাশী শিক্ষার্থীরাও মারাত্মক অসুবিধায় পড়েন। তাই এসব শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে আমরা হল খোলা রাখার দাবি জানাচ্ছি।’

তারা আরো বলেন, ‘অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো সারা বছর খোলা থাকে। কিন্তু ঈদের ছুটিতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো বন্ধ থাকে। এতে পিছিয়ে পড়ছে চাকুরী প্রত্যাশীরা। এছাড়া, দুর্ভোগ পোহাতে হয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরও। শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করেই আমরা উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছি।’

ঐক্যমঞ্চের সদস্য সচিব ওয়ালীউল্লাহ বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করেই আমরা ভিসি স্যার বরাবর আবেদন জানিয়েছি। ভিসি স্যার বলেছেন, আমি আপনাদের এই আবেদন প্রভোস্ট কাউন্সিলে ফরওয়ার্ড করবো। প্রভোস্ট কাউন্সিল যে সিদ্ধান্ত নিবে আমি সেটাই বাস্তবায়নের নির্দেশ দিবো।’

এদিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি দেওয়ার পর তাদের কাছে উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন, ‘এ বছর হল খোলা রাখা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এগুলো আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে। আগামীতে আমরা হল খোলা রাখার বিষয়টি বিবেচনা করবো।’

এম হাসান